بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.) -এর সত্যনিষ্ঠ সেবক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইবাদতের ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গতকাল থেকে রমযান শুরু হয়েছে। এ মাস আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহ্‌মদীকে এথেকে অধিকতর লাভবান হওয়ার তৌফিক দিন। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, প্রকৃত অর্থে আমরা তখনই লাভবান হবো যখন রমযানের পরও আমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা এবং ইবাদতের সেই মান অব্যাহত রাখতে পারব, বরং উত্তরোত্তর উন্নত করার চেষ্টা করব আর তখনই আমরা নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হতে পারব।

বিগত কয়েকটি খুতবায় আমি মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা এবং ইবাদতের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত এবং মোমেনদের এই পথে চলার জন্য তিনি (সা.) যে উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে বর্ণনা করে আসছি। এরপর তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা এবং ইবাদতের মান কিরূপ ছিল তা বর্ণনা করেছি। এই ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত থাকবে এবং আজ রমযানের গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিষয়টি বর্ণনা করা হবে।

হুযূর আনোয়ার বলেন- তবে, শুধু এমনটি যেন না হয় যে, আমরা এসব ঘটনা শুনব এবং সংরক্ষিত রাখব, বরং এগুলো আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত।

হুযূর আনোয়ার (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ঘটনাবলী প্রসঙ্গে হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর বর্ণিত মৌলভী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বাটালভী সাহেব (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত পেশ করে বলেন যে: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক, তাকওয়া, পবিত্রতা

এবং ইবাদতের প্রতি অনুরাগের ওপর এই ঘটনার মাধ্যমে আলোকপাত হয়। তাই আমি এর উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

আমাতুর রহমান সাহেবা বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং হযরত উম্মুল মুমিনীন (রা.) এই পরীক্ষা করতে চাইলেন যে, চোখ বন্ধ করে কাগজে লেখা যায় কি না। সেসময়, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক টুকরো কাগজ নিয়ে তার ওপর এই বাক্যটি লিখলেন, যা আমার হুবহু মুখস্থ আছে। হুযূর (আ.) চোখ বন্ধ অবস্থায় যা লিখেছিলেন তা হলো: **"মানুষের উচিত সে যেন সর্বদা খোদা তা'লাকে ভয় করতে থাকে এবং পাঁচ ওয়াক্ত তাঁর দরবারে দোয়া করতে থাকে।"** অতএব, তাঁর সর্বদা এ দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ থাকত যে, আমার অনুসারীরা, বরং প্রত্যেক মু'মিন সর্বদা খোদার ভয়ে ভীত থাকবে এবং খোদার ইবাদতে মগ্ন থাকবে।

একইভাবে হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী (রা.) জানিয়েছেন-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৮৪ সালে ইচ্ছা করেছিলেন, কাদিয়ানের বাইরে কোথাও গিয়ে চিল্লাকশি (একান্ত সাধনা) করবেন এবং ভারতবর্ষ ভ্রমণ করবেন। তিনি প্রথমে গুরদাসপুর জেলার সুজানপুরে গিয়ে নির্জনে থাকার কথা চিন্তা করেছিলেন; কিন্তু পরে ইলহাম হয়, **"তোমার সমস্যার সমাধান হুশিয়ারপুরে হবে"**

অতএব, ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি (আ.) হুশিয়ারপুরের সম্ভ্রান্ত রঈস শেখ মেহের আলী সাহেবকে চিঠি লেখেন, আমি দুই মাসের জন্য হুশিয়ারপুর আসতে চাই, শহরের প্রান্তে চিলেকোঠা বিশিষ্ট একটি বাড়ির ব্যবস্থা করা হোক। তিনি 'তবেলা' নামে পরিচিত তাঁর একটি হাভেলী খালি করে দেন। হুযূর (আ.) ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বিয়াস নদীর পথ দিয়ে রওনা হলেন। সাথে ছিলেন মিঞা আব্দুল্লাহ, শেখ হামিদ আলী এবং ফতেহ খান। নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা নেওয়া হলো। নৌকা যখন চলছিল, তখন হুযূর (আ.) বললেন- 'মিঞা আব্দুল্লাহ! কামেল বা পূর্ণ আধ্যাত্মিক সত্তার সাহচর্য এই নদী সফরের মতো, যাতে পার হওয়ার আশাও আছে আবার ডুবে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।' তিনি বলেন, আমি হুযূরের এই কথাটি তখন সাধারণভাবে শুনেছিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে যখন ফতেহ খান মুরতাদ হয়ে গেল, তখন এই কথাটি আমার মনে পড়ল।

সেখানে পৌঁছে হুযূর আকদাস (আ.) হাতে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করেন, **"চল্লিশ দিন পর্যন্ত কেউ আমার সাথে দেখা করতে আসবে না এবং কেউ আমাকে নিমন্ত্রণের জন্য ডাকবে না। এই চল্লিশ দিন অতিক্রমের পর আমি আরও বিশ দিন থাকবো, এই বিশ দিনে সাক্ষাৎ ও প্রশ্নোত্তরের অনুমতি থাকবে।** পাশাপাশি সহযাত্রীদের নির্দেশ দেয়া হলো, **মূল ফটকে সর্বদা ভেতর থেকে শিকল লাগানো থাকবে এবং ঘরেও কেউ আমাকে ডাকবে না, কেউ ওপরে আসবে না আর আমি নামাযও ওপরেই আদায় করবো। জুমুআর জন্য তিনি বলেন, শহরের প্রান্তে কোনো নির্জন মসজিদ খুঁজে নাও যেখানে আমরা পৃথকভাবে জুমুআর নামায আদায় করব।"**

তিনি (আ.) মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে বলেন, এই দিনগুলোতে আমার ওপর আল্লাহ্ তা'লার বড়ো বড়ো কৃপার দরজা উন্মোচিত হয়েছে এবং কখনো কখনো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথে কথা বলেছেন। এছাড়া মুসলেহ্ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত মহান পুত্র সন্তানের ইলহামও এই চিল্লাকশির মধ্যেই হয়েছিল এবং চিল্লার পর হুশিয়ারপুর থেকেই তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা করেছিলেন।

হুযূর (আই.) বলেন, এটি ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সালের ইশতেহার বা বিজ্ঞপ্তি যা **'মুসলেহ্ মাওউদ**

সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী' নামে পরিচিত। এটিও একটি বিশেষ সমাপতন যে, আজ ২০শে ফেব্রুয়ারি এবং মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহা মর্যাদার সাথে পূর্ণ হওয়ার দিন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর খিলাফতকাল ছিল বাহান্ন বছরের আর এ সময় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অসাধারণ সাফল্যে ভূষিত করেন। মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছিল, তার সবই হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-র ব্যক্তিসত্তায় পূর্ণতা পেয়েছে।

হুযূর (আই.) বলেন, আমি এটিকে কাকতালিয় এ জন্য বলছি যে, এই ঘটনা আজই আমার সামনে এসেছে, নতুবা আগে-পরেও আসতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞা এটিই ছিল যে, আজই এ বিষয়টি আসুক এবং আমি তা বর্ণনা করি। এই দিনগুলোতে জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের জলসাও হচ্ছে এবং এসব অনুষ্ঠান থেকে ইতিহাসও জানা যায়। এমটিএ-তেও প্রোগ্রাম প্রচারিত হচ্ছে, সেগুলোও দেখা উচিত।

হুযূর (আ.) বলেন: সেই দিনগুলোতে ফতেহ খান অনেক বড় নিষ্ঠাবান ছিল এবং বলত যে, আমি হযরত সাহেবকে নবী মনে করি; কিন্তু যখন সে হোঁচট খেল, তখন মুরতাদ হয়ে গেল।

এই প্রেক্ষাপটে হুযূর আনোয়ার (আই.) দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে-এজন্য মানুষকে সর্বদা নিজের শেষ পরিণাম শুভ হওয়ার জন্য দোয়া এবং নিজের ঈমান মজবুত করার চেষ্টা করতে থাকা উচিত। এর জন্য দোয়াও করা উচিত এবং বিশেষভাবে রমযানে যেসব দোয়া করবেন, তাতে প্রত্যেকের এই দোয়াও করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের শেষ পরিণাম শুভ করেন এবং ঈমানে অটল রাখেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, একইভাবে আরেকটি ঘটনা হুযূর (আ.)-এর নামায আদায় করা সম্পর্কে। কিছু মানুষ নামাযের ফিকহি মাসায়েল সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, কীভাবে হাত বাঁধতে হবে এবং নামাযের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি কেমন হবে? মিয়াঁ আলী মুহাম্মদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন:

একবার আমি হুযূরকে সুন্নত নামায পড়তে দেখেছি; হুযূর (আ.) নাভির ওপরে হাত বেঁধেছিলেন এবং ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুল কনুই পর্যন্ত পৌঁছাত, বরং কিছুটা পেছনেই থাকত। সেজদা করার সময় তিনি (আ.) উভয় হাতের মাঝখানে কপাল ও নাক জমিনে রাখতেন এবং আঙ্গুলগুলো সোজা কাবার দিকে থাকত। আর যখন তিনি (আ.) সেজদা থেকে উঠতেন, যেহেতু তাঁর দাস্তার (পাগড়ি) ঢিলেঢালা ছিল এবং পেছনে সরে যেত, তাই আঙ্গুল দিয়ে সেটি সোজা করে নিতেন।

হযরত মাস্টার হুসাইন সাহেব (রা.) তাঁর তাহাজ্জুদ নামাযের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, **একবার রাত ৩টার সময় দেখি, হুযূর (আ.) নামায পড়ছেন। আমিও ওযূ করে হুযূরের পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করি। আমি অনেক চেষ্টা করি হুযূর (আ.)-এর ন্যায় ক্বিয়াম, রুকু ও সিজদা করতে, কিন্তু পারি নি। শুধুমাত্র দুই রাকাত পড়েই আমি ক্লান্ত হয়ে যাই অথচ তিনি (আ.) তখনও প্রথম রাকাতেই ছিলেন।** অনুরূপভাবে দিনের বেলায় যখন আমরা তাঁর কাছে বসি আর তিনি জামা'তের সদস্যদের তাহাজ্জুদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন এই অধম নিবেদন করি, যদি তাহাজ্জুদ পড়তে না পারি সেক্ষেত্রে কী করা যেতে পারে? তিনি (আ.) বলেন, **তখন অধিক হারে ইস্তেগফার পাঠ করো, খোদার (তসবীহ) প্রশংসা ও (তাহমীদ) গুণকীর্তন করো। এর ফলে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সামর্থ্য লাভ করবে।**

হুযূর (আই.) বলেন, এখানে দোয়া শেখানোর অর্থ এটি নয় যে, তাহাজ্জুদের পরিবর্তে এ আমল গৃহীত হবে, বরং এটি এজন্য বলা হয়েছে যেন তাহাজ্জুদ পড়ার সামর্থ্য লাভ হয়। কাজেই, এটি সেই ব্যবস্থাপত্র যা আমাদের দুর্বলতার সময় গ্রহণ করা উচিত।

আজকাল আমরা রমযানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং তাহাজ্জুদের কিছু না কিছু তৌফিক তো হয়েই যায়। যদি নাও হয়, তবে চেষ্টা করা উচিত। অবশ্যই মসজিদে তারাবীও পড়ানো হয় এবং এটি দুর্বলদের জন্য অথবা যারা সকালে সঠিক সময়ে উঠতে পারে না বা বেশি সময় দিতে পারে না-তাদের জন্য বিকল্প হিসেবে থাকে। কিন্তু এটি এমন বিকল্প নয় যা পূর্ণ হক আদায় করতে পারে। মহানবী (সা.)-এর সুন্নাত এবং তাঁর নিষ্ঠাবান সেবক (আ.)-এর পদ্ধতি তো এটাই যে, রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া হোক। এজন্য তারাবী পড়ে নিলেও চেষ্টা করা উচিত যেন অন্তত দুই বা চার রাকাত হলেও তাহাজ্জুদ নামায অবশ্যই পড়া হয়।

হুযূর আনোয়ার শেষে বলেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন-দুনিয়াদারী একেবারে ছেড়ে দেওয়া যাবে না; আল্লাহ্ তা'লা যেসব নিয়ামত দিয়েছেন সেগুলোর কদরও করতে হবে। প্রত্যেককে নিজের অবস্থা দেখে বোঝা উচিত যেন দুনিয়ায় এমনভাবে ডুবে না যায় যে একেবারেই তলিয়ে যায়, আবার এমনভাবে দুনিয়া ত্যাগকারীও না হয় যে দুনিয়ার হকগুলোও শেষ হয়ে যায়। ইসলামের একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে, সেটিই গ্রহণ করা উচিত।

খুতবা সানিয়ার পূর্বে হুযূর আনোয়ার পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে ইবাদতের হক আদায় করা, মজলুম আহমদী ও আসীরানে রাহে মওলাদের (বন্দী আহমদীদের) জন্য এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ দোয়ার তাহরিক করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তক

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত দুইটি অনন্যসাধারণ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। **ইসমাত এ আম্বিয়া (নবীগণের পবিত্রতা)** এবং **আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন)**। পুস্তক দুইটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট দফতর অথবা জেলা ইনচার্জদের সাথে যোগাযোগ করুন। জযাকুমুল্লাহ।

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

20 February 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in